তারিখ 30 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

সংবাদ

দুর্গাপুরে দুই সর: স্কুলে শিক্ষক সংকট

প্রতিনিধি, দুর্গাপুর (নেত্রকোনা)

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও এম, কে, সি, এম পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট প্রকট আকার ধারন করেছে। সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক সহ অনুমোদিত শিক্ষকদের মোট পদ ১৭টি। ছাত্রীর সংখ্যা ২৯৮ জন। ইংরেজি, গণিত, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সব মিলিয়ে শিক্ষকের ১০টি পদ শূন্য রয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর প্রায় ৩০ জন শিক্ষার্থী এই প্রতিবেদককে জানান তাদের শিক্ষক সংকটের কথা।

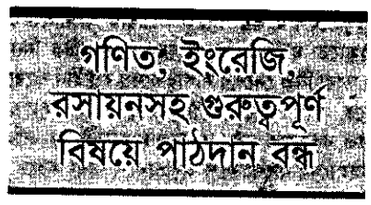

তারা আরও বলেন ইংরেজি, গণিত, জীববিজ্ঞান ও বাংলাসহ কয়েকটি বিষয়ে কোন ক্লাস হয় না। ক্লাস গুলি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। প্রতিদিন ৬টি শ্রেনীতে গড়ে ৮টি বিষয়ে ক্লাস হওয়ার কথা থাকলেও মাত্র ২ থেকে ৩ টি বিষয়ে ক্লাস হয়। টিফিনের পর আর কোন ক্লাস না হওয়ায় সবাই বাড়ি চলে যায় এবং বিকেলে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে প্রাইভেট কোচিং করতে হয়। কয়েকজন অভিভাবক সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. আবদুল্লাহ হক, মো. আলি আসগর ও নির্মলেন্দু সরকার বাবুল সংবাদকে জানান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কোন শিক্ষকতো নেই আবার খণ্ডকালীন শিক্ষকও নেই। বাধ্য হয়ে আমরা শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট কোচিং এ দিচ্ছি। এতে ব্যয় হচ্ছে বহুল।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হোসনে আরা বেগম সংবাদকে জানান, ১৭টি পদের মধ্যে প্রধান শিক্ষক সহ গুরুত্বপূর্ণ ১০টি পদ শূন্য রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরও টনক নড়ছে না।

অপরদিকে শত বছর বয়সী এম, কে, সি, এম পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়েরও একই অবস্থা। উভয় বিদ্যালয় পাল্লা দিয়ে শিক্ষক স্বল্পতায় দৌড়াচ্ছে। বিদ্যালয় দুটি দেখার যেন কেউ নেই। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ মোট শিক্ষকের সংখ্যা ১৫ জন। ছাত্র সংখ্যা ৩শ' জন। প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, দুজন অফিস সহকারী, একজন আয়াসহ কোন নাইটগার্ডের ব্যবস্থা নেই। বায়োলজি শিক্ষক একজন, ইংরেজি একজন, একজন বাংলা, ভূগোলে একজন, বিশ্ব পরিচর্যায় একজন শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। নাইট গার্ডের অভাবে অনেক বার চুরি সংগঠিত হয়েছে। ২৫ আগস্ট বিদ্যালয়ের একটি রুমে বসবাসরত শিক্ষক শাহ আলমগীর হোস্তাইনকে মোবাইলে ডেকে এনে একদল সন্ত্রাসী তার মুখ, হাত, পা বেঁধে ল্যাপটপসহ প্রায় ৫০ হাজার টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় শিক্ষকদের মাঝে আতংক বিরাজ করছে। বিদ্যালয় দুটি ১৯৮৫ সালে জাতীয়করণ করা হয়। শিক্ষক সংকটের বিষয়ে প্রতি মাসেই উচ্চশিক্ষা অধিদফতর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বহুবার লিখিত অভিযোগ করার পরেও তাতে কোন কাজে আসছে না জানালেন প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল গফুর।

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.